তারিখ 11 AUG 2016
পৃষ্ঠা কলাম

প্রথম আলো

শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি চাপ

৩০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি যৌক্তিক নয়

মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্রে শিক্ষার্থী বেতন, জনবলকাঠামো, এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতনের সঙ্গে নন এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতনের ভারসাম্যসহ কয়েকটি বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল তথা শিক্ষক ও কর্মচারী থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলছে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম শিক্ষক-কর্মচারী দিয়ে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরাই। এ ব্যাপারে সরকারের কাছে কার্যকর পদক্ষেপ প্রত্যাশিত।

পরিপত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো শিক্ষার্থীদের বেতন-ফি বাড়ানো। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বেতন বাড়ানো যাবে, এর বেশি নয়। গত বছর সরকার নতুন বেতনকাঠামো ঘোষণা করলে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন প্রায় দ্বিগুণ হয় এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির দাবিটি সামনে আসে। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এই দায় পুরোপুরি শিক্ষার্থীদের ওপর চাপাতে চায়। গত বছর ডিসেম্বরেই তাঁরা শিক্ষার্থীদের বেতন বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়। কিন্তু অভিভাবকদের প্রতিবাদের কারণে তা কার্যকর করতে পারেনি।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বাড়লে যৌক্তিকভাবে শিক্ষার্থীদের বেতনও বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি শিক্ষার্থীদের ওপর বড় চাপ হিসেবে বিবেচিত হবে। সবচেয়ে বড় কথা ৩০ শতাংশ বেতন বাড়ানোর এই অনুমতি কত বছরের জন্য? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যদি প্রতিবছর ৩০ শতাংশ হারে বেতন বাড়াতে থাকে তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে?

অনেক বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নানা অছিলায় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বর্ধিত বেতন-ফি আদায় করে আসছে। আবার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে যারা যথেষ্ট সচ্ছল। এখন সরকার যদি ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর নিয়ম চালু করে তাহলে ওই সব প্রতিষ্ঠান সুযোগ পেয়ে যাবে। সেটি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর্থিকভাবে দুর্বল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বেতন বাড়ানো যেতে পারে; তবে তা হতে হবে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে।